নয়াদিল্লিতে ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকার কমিশনের বৈঠক (সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৬)

বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা (আইআরআইজিসি-টিইসি) বিষয়ক ভারত-রাশিয়া আন্তঃসরকার কমিশনের ২২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল নয়াদিল্লিতে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মহামান্য জনাব দিমিত্রি ওলেগোভিজ রোগোজিন, রাশিয়ান ফেডারেশনের উপ প্রধানমন্ত্রী।

আন্তঃসরকার কমিশন আসন্ন ১৫ অক্টোবর, ২০১৬ গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শিখর সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে। যেমন কিছু প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, পাশাপাশি কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং দফতরকে নির্দেশ দেয় অক্টোবর ২০১৬- এর আসন্ন সম্মেলনে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে চূড়ান্ত ফলাফলের বিষয়ে নজর দিতে।

বিনিয়াগের বিষয়ে তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বাস্তবিক অগ্রগতি হয়েছে। ভারত ও রাশিয়ার তেল এবং গ্যাস সংস্থাগুলি একে অপরের দেশে বিনিয়োগ চূড়ান্ত করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৬ উভয় পক্ষ একটি শিল্প পর্যায়ের ওয়াকিং গ্রুপ চালু করেছে, নেতৃত্বে রাশিয়ার বৃহত্তম গ্যাস সংস্থা গজপ্রম এবং একটি ভারতীয় তেল ও গ্যাস সংস্থার সাহচর্য—গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে রাশিয়া থেকে ভারতে সরাসরি গ্যাস সরবরাহের জন্য দু'দেশের মধ্যে একটি 'শক্তি সেতু' নির্মাণের উদ্দেশ্যে।

পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ, আধুনীকিকরণ, উচ্চ প্রযুক্তি, দুর্যোগ মোকাবিলা, কমপিউটারে উন্নত প্রযুক্তি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়া তাদের কৌশলগত সহযোগিতা আরও বিস্তৃত ও দৃঢ়তর করার ইচ্ছার কথা পুর্নব্যক্ত করে। আগস্ট ২০১৬ তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিন-এর দ্বারা কুদানকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউনিট ১-এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অতিসম্প্রতি ভারত-রাশিয়া পারমাণবিক শক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন মাইলস্টোন স্পর্শ করেছে। উভয়পক্ষ নবীকরণ করেছে পরবর্তী পর্যায়ে কুদানকুলাম ২,৩,৪,৫ এবং ৬ এর ক্ষেত্রে এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে তাদের প্রতিশ্রুতি।

‘সংযোগ’ নিয়ে আলোচনা ছিল কমিশনের বৈঠকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ ট্রান্সপোর্ট করিডর (আইএনএসটিসি) প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং সংযোগ ভাল করা ও বাণিজ্য সরলীকরণের প্রধান ধাপ হিসাবে কাস্টমস পদ্ধতির সহজীকরণের জন্য ‘সবুজ করিডোর’ প্রকল্পের সূচনা হল। ডেডিকেটেড ফ্রেড করিডর, রেলওয়ে স্টেশনের আধুনিকীকরণ ও রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে রেল-সহযোগিতা পরিবহণ ও সরবরাহের ব্যাপারে এক নতুন ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় সংস্থাগুলিকে রাশিয়ান অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রাশিয়ান ‘ফার্মা ২০২০ কর্মসূচি’-এর অধীনে সহযোগিতার বিকাশের জন্য। কমিশনের বৈঠকে ফাঁকে ভারতীয় সংস্থা ওখার্ড এবং রাশিয়ান সংস্থা ফার্মাইকো ‘ফার্মা ২০২০ কর্মসূচি’-র আওতায় ইনসুলিন উৎপাদনের ব্যাপারে একটি যৌথ প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

ছাত্র ও অনুষদ বিনিময়, সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং পর্যটন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র হিসাবে বিস্তৃত হয়েছে। রাশিয়ায় অধ্যায়নরত ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ভারত সফরে রাশিয়ান পর্যটকদের সংখ্যা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত এবং রাশিয়া ২০১৭ সালে উদযাপন করবে ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়ান ফেডারেশন)-এর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০তম বর্ষ। একাধিক কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ ধারবাহিকতার ক্রম উদযাপনের জন্য। সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও ফেডারেল রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা প্রচারের বিষয়ে, বিশেষত রাশিয়ার দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে—আকর্ষণীয় বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে।

নয়াদিল্লি

সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৬